৩

ডে সিফটের শুরুতে রাধিকা সবার দিনের কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছে। তিনশ আট নম্বর রুমে নুতন রোগী আছে, তার দায়ীত্ব সিস্টার রোকেয়ার, তিনশ পাঁচের ইনটেনসিভ কেয়ারে যে আছে, তার দায়ীত্ব হলো লতিফা সিস্টারের, আর তিনশ এগারোতে রহমান সাহেব যে বেডে ছিলো, সেই বেডে নুতন রোগী এসেছে আজকে। তিনশ এগারো নম্বর কক্ষের দায়ীত্ব হলো রাত্রির, সাথে সুমি।

নার্স কল বেজে উঠলো রাধিকার কথার মাঝেই। তাহমিনা বললো, এই রাত্রি, নার্স কল বাজছে তো? রিসিভ করছোনা কেনো?

রাত্রি নার্স কলের তিনশ এগারো নম্বর কক্ষের চার নম্বর বেডের ল্যাম্প দেখে, বিরক্ত হলো, বললো, আবার?

রাধিকা বললো, কি ব্যাপার? নুতন কোন সমস্যা নাকি?

রোকেয়া বললো, আর বলবেন না সিস্টার, গোফাল এক রোগী এসেছে ঐ তিনশ এগারো নম্বর কক্ষে।

রাধিকা বললো, গোফাল কি?

তাহমিনা তার ঠোটের উপর আঙুল পেঁচিয়ে বললো, ঐ মোচ ওয়ালা আর কি! সেই সকাল থেকেই একটানা নার্স কল বাজিয়েই যাচ্ছে। তার নাকি সকালে গোসল করার অভ্যাস।

সাজেদা যোগ করলো, একেবারে কাঁচাপাকা বাবু।

রাধিকা বললো, কাঁচাবাবু টা আবার কেমন?

সাজেদা বললো, ঐ কাঁচা পাকা গোফ আর কি!

রাত্রি নার্স কল রিসিভ করে রেগে বললো, এখন না আরো পরে।

তাহমিনা বললো, কি এক গোসলের জন্যে পাগল হয়ে আছে, এই টা তো আর হোটেল না, হাসপাতাল, হাসপাতাল।

সাজেদা বললো, তাইতো, এই টা তো হোটেল না। ভালোই হয়েছে আমার উপর দায়ীত্ব না পরায়। কি বিবরক্তিকর ব্যাপার রোগীকে গোসল করানো। কাপর চোপর সব ভিজে একাকার হয়ে যায়।

রোকেয়া বললো, আর আর মেকআপ, এত সময় নিয়ে কষ্ট করে মেকআপ করি, সব নষ্ট হয়ে যায়।

তাহমিনা ফিস ফিস করে বললো, গোফাল সাহেবের দায়ীত্ব তো রাত্রির উপর, তাই না? ভালোই হয়েছে। রাত্রির একটা ভালো শিক্ষা হবে।

রাত্রি নার্স কল রিসিভ করার ফাঁকে সব কথাই শুনছিলো। সে রিসিভ শেষ করে খিলখিল করে হাসতে হাসতে বললো, ঠিক বলেছেন রোকেয়া সিস্টার, রোগীকে গোসল করানোর পর তো আপনাকে চেনাই যায়না। আসল চেহারাটা বেড়িয়ে আসে। মনে হয় অন্য মানুষ।

রোকেয়া বললো, কি বললে? আর একবার বলোতো?

রাত্রি বললো, না না কিছু বলিনিতো!

লতিফা খুব গম্ভীরভাবে রাধিকাকে লক্ষ্য করে বললো, রাধিকা সিস্টার, হাসপাতালে ভর্তি হবার পর জে করিম সাহেবের প্রথম গোসলের দিন। তাকে গোসল করানোর ব্যাপারে নার্সের সতর্কতার ব্যাপারগুলো যদি রাত্রিকে একবার ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন!

রাধিকা বললো, তাইতো!

রাধিকা ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছিলো, অথচ লতিফা নিজেই ব্যাখ্যা করতে শুরু করলো, জে করিম, বয়স আটচল্লিশ। ইলেকশনে মাত্র একশ পনের ভোটে হেরে গিয়ে জে করিম সাহেবের মাইল্ড স্ট্রোক হয়েছিলো। এই ধরনের রোগীর ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করে রক্তচাপ আর সেন্স লেভেলের ব্যাপারে। এই ধরনের রোগীরা যে কোন ছোট খাট ভয় ভীতীতে আবারো জ্ঞান হারাতে পারে। তাই সাবধান, রোগী যেনো কোন প্রকারেই উত্তেজিত না হয়।

রাত্রি ভয়ে ভয়ে বললো, জী।

রাধিকা এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিলো লতিফার কথা। লতিফার কথা শেষ হতেই রাধিকা বললো, জে করিম সাহেবের গোসলটা সুমি আর তুমি দুজনে মিলে করাবে।

রাত্রি চোখ কপালে তুলে বললো, হুমমমমমম? আবার সুমি?

রাধিকা রাগ করার ভান করলো, বললো, তুমি সুমির তদারককারী না?

তারপর সুমিকে লক্ষ্য করে বললো, সুমি, নার্স ট্রেনিংয়ের সময় রোগীর গোসলের ব্যাপারে কিছু শিখেছিলে?

রাধিকার কথা সুমির কানে যাচ্ছিলোনা। সে খুব মনোযোগ দিয়ে আঙুলে নেইল পলিশ করছিলো। তার প্রতিটি আঙুলে নেইল পলিশ শেষ করতেই, হাত ছড়িয়ে সবার সামনে তুলে ধরে বললো, কমপ্লিট।

সবাই হা করে তাঁকিয়ে রইলো তার দিকে। সে সহজভাবে বললো, চমৎকার লাগছেনা?

রাত্রি অনেকটা রেগে বললো, এই এই সুমি কি হচ্ছে এসব?

সুমি খুব সহজ গলায় বললো, নেইল পলিশ!

রাধিকাও রেগে বললো, তা তুমি না বললেও দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এখন আমি সবাইকে দিনের কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছি।

সুমি বললাম, তা তো আমি বুঝতে পারছি।

লতিফার রাগ চড়ে গেলো চরম মাত্রায়। সে বললো, এখন থেকে তোমাকে যেতে হবে রোগীকে গোসল করাতে, আর তুমি নখে লাগিয়েছো নেইল পলিশ?

সুমি খুব শান্ত গলায় বললো, তাতে সমস্যাটা কোথায়?

বাবুল, বাদশা, আর রতন নব্য বাংলা প্রতীক হাসপাতালের সমস্ত নার্সদের একটা লিষ্ট তৈরী করে, নার্সদের একটা র‍্যাংকিং নিয়ে ব্যাস্ত। প্রতিটি রোগীর সিগনেচার সংগ্রহ শেষ করে ফিরে এলো বাদশা তিনশ এগার নম্বর কক্ষে। রতন, বাদশার হাত থেকে র‍্যাংকিংয়ের ফলাফলের কাগজটা টেনে বেশ আগ্রহ ভরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললো, বলেছিলাম না, রাত্রিই হবে প্রথম। আমার ধারনা কখনো ভুল হতে পারেনা।

রাত্রির পেছনে পেছনে সুমি, তিনশ এগার নম্বর কক্ষে ঢুকতেই বাবুল, বাদশা, আর রতনের হৈ চৈ এর কারনটা প্রথমে বুঝতে পারলোনা। রাত্রিই খুব আগ্রহ করে এগিয়ে গেলো রতনের দিকে, বললো, রতন ভাই ঐটা কিসের কাগজ? দেখি দেখি?

রতন কাগজটা লুকানোর চেষ্টা করলো, বললো, না রাত্রি তোমাকে দেখানো যাবেনা।

রাত্রি জোড় করার চেষ্টা করছে, কেনো কেনো? আমাকে দেখালে দোষ কি?

সে রতনের পেছনে লুকানো হাত থেকে কাগজটা টেনে নিতে চাইলো।

সাকীব, আশেক আর আহমেদ নিয়ে ঢুকলো তিনশ এগার নম্বর কক্ষে। কক্ষের ভেতরে এই হৈ চৈ টা দেখে তারও কৌতূহলের সৃষ্টি হলো। সে বললো, কি ব্যাপার দেখি দেখি কি ওটা?

রতন কাগজটা নিয়ে পালাতে চাইলো। অথচ, সাকীব ছোঁ মেরে কাগজটা নিয়ে নিলো, তারপর পরতে লাগলো, রাত্রি প্রথম, রোমানা দ্বিতীয়!

কয়েকটা নাম পরেই সাকীব রাত্রির দিকে তাঁকিয়ে বললো, রাত্রি দেখছি খুবই জনপ্রিয়, এই হাসপাতালে!

এই হাসপাতালে, নার্সদের মাঝে জনপ্রিয়তার শীর্ষে রাত্রি, কথাটা শুনে রাত্রির আনন্দের সীমা রইলনা। আনন্দে তার গলার স্বর বদলে গেলো, সে বলতে লাগলো, আহ রতন ভাই, বাবুল ভাই এত সবের কি দরকার ছিলো? আমি তো আপনাদের সবার মনের কথা জানি।

রাত্রি আপনমনে খিল খিল করে হাসছে।

সুমিও বেশ কৌতূহলী হয়ে কাগজটার দিকে উঁকি দিয়ে চোখ বুলালো। কাগজটার একেবারে উপরে বড় অক্ষরে লেখাগুলো সে উচু গলায় পরতে লাগলো, আনাড়ী নার্স র‍্যাংকিং ২০০৬।

সবাই থ হয়ে গেলো। আহমেদ বিড়বিড় করে করে বললো, আনাড়ী নার্স?

সাকীবও কাগজটা ভালো করে পড়ে বললো, সত্যিইতো! আনাড়ী নার্স র‍্যাংকিং।

রাত্রি বাবুল, বাদশা, আর রতনের দিকে তাঁকিয়ে বললো, কি বললেন, আনাড়ী নার্সের র‍্যাংকিং করেছেন?

বাদশা বললো, হা।

তারপর সে একটা নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিতে শুরু করলো। তার ভাষণ শেষ হতেই রাত্রি বললো, তাহলে আমি কি আনাড়ী নার্সের দিক থেকে প্রথম?

বাবুল বললো, ঠিক তাই।

সাকীব বললো, হাসপাতালে এত নবাগতা নার্স থাকতে ভালোই তো প্রথম স্হান দখল করে নিলে রাত্রি। চার বছরের অভিজ্ঞ নার্স হয়েও আনাড়ী নার্সের প্রথম স্হানটা কাউকে দিতে চাইছোনা, মন্দ কি?

রাত্রি কাঁদতে লাগলো, হুঁউউ হুঁউউউউ, আমি নাকি আনাড়ী নার্স?

আহমেদ রাত্রিকে শান্তনা দিতে চাইলো, আনাড়ীর মাঝে লজ্জার কিছু নাই রাত্রি। আনাড়ী তো তাদেরকেই বলে, যারা চেষ্টার কোন ত্রুটি না করে এগিয়ে চলে সামনের দিকে। ব্যার্থতাটা বড় কথা না, বড় কথা হলো চেষ্টা করে যাওয়া।

আহমেদের কথায় রাত্রির মনটা ভালো হয়ে গেলো সাথে সাথে। সে খিল খিল করে হেসে বললো, আহমেদ সাহেব খুবই দয়ালু মানুষ, তাই না?

রাত্রির প্রতি আহমেদের সমবেদনার ব্যাপারটা দেখে সুমির গা জ্বলে উঠলো। সে বলে উঠলো, রাত্রি সিস্টারের বুঝি ডাঃ আহমেদ মতো ছেলেরা পছন্দের টাইপ?

রাত্রি রেগে গেলো তার কথায়, কি কি বললে সুমি? আমি বলেছি না কি এমন কথা।

সুমি বললাম, বলতে হয় নাকি? চেহারা দেখেই তো বুঝা যায়!

রাত্রি ক্ষেপে এগিয়ে আসতে চাইলো সুমির দিকে, তাকে মারতে।

সাকীব বললো, আহা থামো তো তোমরা।

সুমি বললাম, বাই দা ওয়ে, আমার টাইপ হলো সাকীব সাহেবের মতো লোক।

সাকীব সাহেব সুমির কথা শুনে কেমন যেনো বিব্রত বোধ করতে লাগলো। বাবুল, বাদশা, আর রতন লাফিয়ে উঠে বললো, কি ভাগ্যবান আপনি সাকীব সাহেব। সুমি সিষ্টারের মতো মেয়ে আপনাকে পছন্দে করে ফেলেছে!

সাকীব মনে মনে খুবই আনন্দিত হয়েছে ঠিকই, মুখে বিড়বিড় করলো, এইসব বলার জায়গা এইটা না।

জে করিম হোমড়া চোমড়া ধরনের লোক। সাধারণ কোন কিছু হলেই, চিকিৎসার জন্যে ছুটে যায়, সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক, অথবা হংকং। নব্য বাংলা প্রতীক হাসপাতালের চিকিৎসা আর নার্সিং ব্যাবস্হা সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক, অথবা হংকং এর চাইতে কোন অংশে কম নয়, বরং তার চেয়ে বেশী অত্যাধুনিক। তাই, সময় আর পয়সা নষ্ট করে চিকিৎসার জন্যে বিদেশে না গিয়ে, একটা মোটা অংকের টাকা দিয়ে এখানে ভর্তি হয়েছে সে। সে এতক্ষন সবার তামাশা দেখে রাগে ফুলতেছিলো উত্তরোত্তর। সে হঠাৎই গর্জন করে উঠলো, এই, গোসলের আর কত দেরী?

রাত্রি ছুটে এগিয়ে গেলো জে করিমের দিকে। বললো, স্যরি, আর একটু অপেক্ষা করেন।

রাত্রি জে করিমের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই সে বললো, মেজাজটা খারাপ হচ্ছে তোমাকে দেখে।

রাত্রি বললো, কেনো? মেজাজ খারাপ হচ্ছে কেনো?

জে করিম বললো, কারন বুঝনা? তুমি তো একটা আনাড়ী নার্স!

রাত্রি দুহাত কোমরে রেখে রেগে বললো, কোন সমস্যাই নেই। আমার উপর সব ভার ছেড়ে দিন।

হুইল চেয়ারে বসা জে করিমকে ঠেলতে ঠেলতে গোসলখানার দিকে চললো রাত্রি। সুমি রাত্রির পেছনে পেছনে চললো।

রাত্রি বলতে লাগলো, রোগীকে গোসল করানোর অনেক নিয়ম কানুন আছে। প্রথম নিয়ম হলো, রোগীর উপর যেনো কোন ধরনের মানসিক চাপ না পরে।

জে করিম বললো, এটা তো খুব সাধারন কথা।

রাত্রি বললো, দুই নম্বর নিয়ম হলো পানির সঠিক তাপমাত্রা। ঠাণ্ডা হলেও চলবেনা, আবার বেশী গরম হলেও চলবেনা। সঠিক তাপমাত্রা হলো?

রত্রি আমতা আমতা করতে লাগলো। সঠিক তাপমাত্রাটা সে ভুলে গেছে। তাতে কি? প্রয়োজনীয় কথাগুলো সে হাতে মেমো করে নিয়েছিলো। সে হাতের উপরে লেখা পরে বললো, হ্যা হ্যা, চল্লিশ, প্লাস মাইনাস দুই ডিগ্রী। হুম, গায়ে একটু গরম লাগতে পারে। তার জন্যে দরকার হলো সহ্য শক্তি। জে করিম সাহেবের সহ্য শক্তি আছে তো?

জে করিম বিরক্ত হচ্ছিলো, সে বললো, তোমার যা খুশী তাই করো।

রাত্রি জে করিমের ঘারে চাপর মেরে বললো, ঠিক বলেছেন। সব আমার কাছে ছেড়ে দিন। তারপর, তিন নম্বর নিয়ম হলো গোসলখানার ভেতরের তাপমাত্রা। গোসলখানার ভেতরের তাপমাত্রা হতে হবে পানির তাপমাত্রার সমান সমান।

সুমি সদ্য নখে লাগানো নেইল পলিশের দিকে তাঁকিয়ে বললো, আহারে আমার এই শখের নেইল পলিশগুলো, পানিতে নষ্ট হয়ে যাবে?

রাত্রি হুইল চেয়ারটা থামিয়ে সুমিকে ধমক দিলো, এই মেয়ে আমি যে এত কষ্ট করে লেকচার দিচ্ছি, তা জে করিম সাহেবকে না, তোমাকে শিখানোর জন্যে।

সুমি বললো, রোগীকে গোসল করানোর ব্যাপারে এইসব নিয়মকানুন নার্স ট্রেনিং এর সময় শিখেছি। তোমার মতো এত আনাড়ী আমি না। আমার সবই মনে আছে। তোমাকে আর কষ্ট করে শিখাতে হবেনা।

সুমি একটু থেমে নিজে নিজে আবারো বললো, আহারে আমার শখের নেইল পলিশ!

বলেই সুমি রোগীদের গোসলখানার দিকে ছুটলো। রাত্রি রেগে আগুন হলো। সে জে করিমের হুইল চেয়ারটা শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে ছুটতে লাগলো গোসলখানার দিকে।

গোসলখানায় ঢুকে বাথটাবের পানি দেখে জে করিমের মনটা ভরে গেলো। সে বললো, আহা কতদিন পরই না গোসল!

রাত্রি আর সুমি দুজনে মিলে হুইল চেয়ার থেকে ধরাধরি করে দাঁড় করালো জে করিমকে। রাত্রি বললো, জে করিম সাহেব বুঝি গোসল করা খুব পছন্দ করেন, তাইনা।

জে করিমের মনে খুবই ফুর্তি এখন, সে বললো, আর বলোনা, সকালে গোসল না করলে ক্ষুধাই লাগেনা।

রাত্রি বললো, গোসলটা শেষ করে আজকে পেট ভরে নাস্তা করবেন কি বলেন?

জে করিম খুশীতে সামান্য নড়ে উঠলো। তার এই মস্ত বড় দেহের ভার অনেকটা সুমির গায়ের উপর এসে পরছে। সে তাল সামলাতে পারছেনা। সে ভারসাম্য রক্ষার জন্যে জে করিমকে ঠেলে খানিকটা রাত্রির দিকে ঝুকালো। জে করিমের গায়ের ভর পুরোটাই রাত্রির উপর গিয়ে পরলো। রাত্রি তাল সামলাতে পারলোনা। রাত্রি বাথটাবের উপর গিয়ে পরলো। না পানির ভেতর পরেনি। বাথটাবের ঐপাশের বীটে হাতটা পরায় সে অনেক চেষ্টায় নিজেকে বাঁচালো বাথটাবের পানিতে পরা থেকে। তার চোখে মুখে একটা সার্থকতার ছাপ। রাত্রি উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে।

সুমি একাকী জে করিমকে ধরে রাখার চেষ্টা করছিলো। না, রাত্রির শেষ রক্ষাটা আর হলো না। সে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করতেই পা পিছলে পরে গেলো বাথটাবের বিয়াল্লিশ ডিগ্রী সেলসীয়াসের গরম পানিতে। সে চিৎকার করে উঠলো, মাগো, কি গরম পানি! গা পুরে গেলো!

রাত্রি বাথটাবের ভেতরে কোন রকমে উঠে বসলো, তারপর গর্জন করে উঠলো, সুমিইইইইইইইইইইইইইইই!

রাত্রি তার ভেজা নার্স ড্রেসটা বদলে রাধিকার পুরনো একটা নার্স ড্রেস পরে নিলো, আপাততঃ। রাধিকার পুরনো যে ড্রেসটা সে পরেছে, সেটা প্রচণ্ড ঢোলা। দেখে মনে রাত্রির মতো দুটো মেয়ে ঢুকবে ড্রেসটার ভেতর। সে ড্রেস বদলে নার্স ষ্টেশনে এসে ঢুকে রাধিকার সামনে দাঁড়াতেই রাধিকা হাসি চেপে রাখতে পারলোনা।

রাত্রি বললো, কি ব্যাপার, হাসছো কেনো?

রাধিকা বললো, এই ড্রেসটাতে তোকে খুব শুকনো লাগছে।

রাত্রি বললো, তা আমার কাছেও মনে হচ্ছে। কিন্তু, আমি ভাবছি অন্য কথা। তুমি এত মোটা ছিলে কখন?

রাধিকা হাসি থামিয়ে বললো, আরে না, মোটা ছিলাম কবে আবার? এটা তো আমার ম্যাটার্নিটি এর সময়ের ড্রেস। তোর এখন পরার মতো কিছু নাই বলে পরতে বললাম।

রাত্রি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো, ঠিক তখুনি ভেতরের কক্ষ থেকে হাজির হলো লতিফা। রাত্রি আর রাধিকার মাঝে প্রীতিসুলভ কথাবার্তা শুনে গলা খাকারি দিলো সে। ভাবসাবটা এমন যে, জে করিম সাহেবকে গোসল করাতে গিয়ে ব্যার্থ হয়েছে, তার জন্যে রাত্রিকে কষে একটা ধমক দেয়া হচ্ছেনা কেনো। লতিফার মনের কথা বুঝতে দেরী হলোনা রাধিকার। রাধিকা গলার সুর পরিবর্তন করে ধমকের গলায় বললো, রাত্রি, রোগীকে সাধারণ একটা গোসল করানোর ব্যাপার, তাও ঠিকমতো করতে পারোনা, তুমি আর পারবে কি?

রাত্রি বললো, জে করিম সাহেবকে গোসল করাতে গিয়ে হয়েছে কি? সুমি না!

সুমি রাত্রিকে কথা শেষ করতে দিলোনা। বললো, জে করিম সাহেবকে গোসল করাতে দেরী হবার কারন হলো, জে করিম সাহেবকে গোসল করানোর আগেই, রাত্রি সিস্টারের নিজেরই বাথটাবের পানিতে ঝাপ দিতে ইচ্ছে হলো, আর অমনি ঝাপিয়ে পরলো।

সুমির কথা শুনে তো রাত্রি তেলে বেগুনে আগুন হয়ে উঠলো, সে এগিয়ে এলো তাকে মারতে। রাধিকা ধমকে উঠলো, থাক থাক, অনেক হয়েছে। আর শুনতে হবেনা। এবার তাড়াতাড়ি গিয়ে জে করিম সাহেবের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাও।

রাত্রি সুবোধ বালিকার মতো বললো, ঠিক আছে।

তারপর, সুমির হাত ধরে টানতে টানতে বললো, এই মেয়ে, তাড়াতাড়ি চলো।

তারা নার্স ষ্টেশন থেকে বেড়িয়ে যেতেই লতিফা রাধিকাকে বললো, সুমির তদারককারী পরিবর্তনের খুবই দরকার। রাত্রিকে দিয়ে তার তদারকী মোটেও সম্ভব নয়। হাসপাতালের বদনাম হবে।

রাধিকা বললো, কোনই সমস্যা নেই। একটু সময়ের ব্যাপার, এই যা। সব ঠিক হয়ে যাবে।

লতিফা বললো, নার্স সুপারভাইজারের যদি এই ধারনাই হয়, তাহলে ঠিক আছে, আমি দেখবো।

লতিফা মুখ খিচিয়ে চলে গেলো অন্যত্র। রাধিকা দাঁতে দাঁত কামড়ে রাগ দমন করলো। ব্যাপারটা তাহমিনার চোখকে ফাঁকি দিতে পারলোনা। সে রোকেয়া আর সাজেদার কাছে গিয়ে কানে কানে ফিস ফিস করে বললো, বাঘে মহিষে লেগেছে।

রোকেয়া বললো, খেলা তাহলে এবার জমবে ভালো।

সাজেদা বললো, খুবই পছন্দ আমার এই ধরনের আবহাওয়া।

তিনজনেই ফিক ফিক করে হাসতে লাগলো।

সকালের নাস্তার ট্রলী নিয়ে ঢুকলো তিনশ এগার নম্বর কক্ষে রাত্রি আর সুমি। রাত্রি ট্রলী থেকে জে করিমের খাবার ট্রেটা টেনে এনে তার বেডের ফুড ট্রলীর উপর রাখতে রাখতে বললো, জে করিম সাহেব, গোসলের সময় একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে যেতে সত্যিই দুঃখিত।

জে করিম চুপচাপ অন্য দিকে তাকিয়ে আছে। রাত্রির কথায় কোন পাত্তাই দিচ্ছেনা। সুমি পানির গ্লাসটা ঠাস করে তার ফুড ট্রলীর উপর রাখলো।

রাত্রি সুমিকে লক্ষ্য করে বললো, সুমি, জে করিম সাহেবের কাছে ক্ষমা চাও।

সুমি বললাম, আমি পারবোনা। আমি আমার নিজ মা বাবার কাছেও কখনো ক্ষমা চাইনি।

রাত্রি বললো, তা কোন ব্যাপার না। এই সব ক্ষেত্রে মন থেকে ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে না হলেও ক্ষমা চাইতে হয়। বিশেষ করে রোগী যদি মেজাজী প্রকৃতির হয়।

রাত্রির কথা শুনে জে করিমের মেজাজটা সত্যিই চড়ে গেলো। সে বললো, কি বললে মেয়ে? আমি মেজাজী?

রাত্রি আমতা আমতা করতে লাগলো। বললো, অবশ্যই না। আপনি মেজাজী হতে যাবেন কেনো। তার চেয়ে বড় কথা, আগামী কাল সকালে, আরো তাড়াতাড়ি আপনার গোসলের ব্যাবস্হা করবো।

জে করিম গর্জন করে উঠলো, কক্ষনো না। তোমাদের মতো বোকা দুইটা মেয়ে আমকে গোসল করাবে? তার জন্যে কি এত পয়সা দিয়ে এই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি আমি? যাও আমার চোখের সামনে থেকে।

বোকা বলাতে সুমির মেজাজটাও চড়ে গেলো। সে চেচিয়ে বললো, দরকার নেই এই হাসপাতালে, তোমার মতো বুড়ু লোচ্চা রোগী।

জে করিম দ্বিগুন রেগে বললো, কি বললি?

সুমি হন হন করে বেড়িয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

রাত্রি ব্যাপারটা ম্যানেজ করার চেষ্টা করছে। সে সুমিকে ডাকছে, সুমি, সুমি থামো।

তারপর জে করিমকে লক্ষ্য করে বললো, সুমি হলো নবাগতা নার্স, এখনো অনেক কিছু বুঝেনা। আপনি তার কথায় কিছু মনে করবেননা। আপাততঃ আপনি নাস্তা করে নিন। এই দেখেন, আজকের নাস্তার মেন্যু। এইটা হলো আলুর পায়েশ। আর এইটা হলো বেগুন ভাজা যাতে কোন মরিচ দেয়া হয়নি। আর দেখেন দেখেন, আজকের মেন্যুতে সাগর কলাও আছে, সাগর কলা, সাগর কলা।

জে করিমের মেজাজটা উত্তরোত্তর চড়তেছিলো। সে সামনের খাবারের ট্রেটা ধাক্কা দিয়ে ছুড়ে ফেললো রাত্রির দিকে। ট্রেতে রাখা খাবার গুলো ছিটকে এসে, সদ্য চেইঞ্জ করে আসা নার্স ড্রেসটাকে ভরিয়ে দিলো।

রাত্রি বলার মতো কোন ভাষা খোঁজে পেলোনা। তার কান্না পেতে লাগলো।

ডে সিফটের ডিউটি শেষে সবাই তখন ড্রেস চেইঞ্জে ব্যাস্ত। রাধিকা তার ম্যাটার্নিটির সময়ের স্মৃতিময় নার্স ড্রেসটাতে হলদে রংয়ের তেলের গোটা কয়েক দাগ দেখে বললো, রাত্রি তুই আমার স্মৃতির এই ড্রেসটাতে দাগ ফেলে দিলি?

রাত্রি বললো, আমার দোষ নেই। ব্যাপার হলো সুমি?

রাত্রির কথার মাঝে, রোকেয়া ইচ্ছে করেই সুমির ভ্যানিটি ব্যাগটা তার লকার থেকে টেনে উঁচু করে ধরে বলতে লাগলো, এই ব্যাগটা কার? এত দামী ব্যাগ!

সুমির পোষাক বদলানো শেষ। সে রোকেয়ার হাত থেকে ব্যাগটা ছু মেরে নিয়ে বললো, গুড বাই।

সুমি হন হন করে বেড়িয়ে যেতে চাইলো। রাত্রি ডাকলো, সুমি, জে করিম সাহেবের কাছে ক্ষমা চাওয়ার সময় এমন দেমাগ দেখালে কেনো তুমি?

সুমি বললো, সাড়ে চারটার সময় আমার আজকের ডিউটি শেষ হয়ে গেছে, বলার কিছু থাকলে অন্য দিন ডিউটির সময়ে বলবে।

সুমি বুক ফুলিয়ে বেড়িয়ে গেলো।

তাহমিনা বললো, এত দেমাগ কিসের এই মেয়ের?

সাজেদা বললো, তা ছাড়া এত দামী দামী ব্যাগ, পোষাক পায় কোথায় এই মেয়ে?

লতিফা বললো, দেখো, কোথায় কোন এক মালদার ছেলে ধরেছে। না হলে এত কিছু পাবে কই। অবশ্য রাধিকা সিস্টারের মতো চীফ সার্জনের বউ হলে অন্য কথা।

রোকেয়া আক্ষেপ করে বললো, ঠিক বলেছেন। যদি সার্জনের বউ হতে পারতাম!

রাধিকার রাগ বাড়ছে, আর পেটে পেটে হজম করছে। সে জোড় করে মুখে হাসি টেনে বললো, তোমাদের কথা আমি পরে শুনবো, বাড়ীতে আমার সার্জন হাসব্যাণ্ড আর চমৎকার একটা মেয়ে অপেক্ষা করছে। আজকে তাহলে আসি। গুড বাই।

রাত্রিও রাধিকার পেছনে পেছনে ছুটলো। হাসপাতালের বাইরে এসে রাধিকা বললো, কি সব বিশ্রী চিন্তা ভাবনা সবার, কেউ কি কোন ভালো পোষাক, ভালো ব্যাগ ব্যাবহার করতে পারবেনা নাকি দুনিয়াতে। শখের জিনিষ কিনলে কি অন্যায় নাকি?

রাত্রি বললো, ঠিক বলেছো সার্জন পত্নী!

রাধিকা রেগে উঠলো রাত্রির উপর, বললো, কি বললি, তুই কি জানিস? আমি আমার নিজ ক্ষমতার গুনে নার্স সুপারভাইজার হয়েছি। আর এখন হয়েছে আমার সবচেয়ে কঠিন সময়। আর তোকে সুমির তদারকীর দায়ীত্বটা দিয়ে আরো ভুল করেছি। তাই বলে আমি আমার চ্যালেঞ্জ চেইঞ্জ করতে পারবোনা। সুমিকে ঠিকমতো মানুষ করতেই হবে তোর।

রাধিকার একটানা কথায় থতমত খেয়ে গেলো রাত্রি বললো, ঠিক আছে।

রাধিকা বললো, কথাটা মনে থাকে যেনো, এখন আমি গেলাম।

রাত্রি বললো, কই যাবে, চলোনা মুসা মিয়ার রেষ্টুরেন্টে যাই, অনেকদিন তার দোকানের বিরীয়ানী খাইনা।

রাধিকা রাগ করলো, তোর আছে শুধু খাই আর খাই। তুই কি জানিস, আমার কত কাজ? এখন যেতে হবে ম্যাটার্নিটিতে দিলকে আনতে, দিলকে নিয়ে যেতে হবে সোজা কাঁচা বাজারে শপিং করতে। তারপর রান্নাবান্না। কত কি? তোর ইচ্ছে হলে যা, আমি গেলাম।

রাধিকা হন হন করে চলে গেলো। রাত্রি ঠাই দাঁড়িয়ে রইলো। বিড়বিড় করে বললো, কি পাষাণ মহিলারে বাবা!

চলবে